R. N. No. 2532/57 Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
৫১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১৯শে বৈশাখ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
৩রা মে, ১৯৭৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

ফরাক্কা থানা আক্রান্ত। ভাঙচুর, লুঠতরাজ

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২ মে—থানায় আটক সমস্ত নৌকো ও জাল ফেরত, ধৃত জেলেদের মুক্তিদান এবং জেলেদের বিরুদ্ধে সমস্ত রকম মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে পয়লা মে সন্ধ্যায় প্রায় ৪০০ মৎস্যজীবীর একটি মিছিল ফরাক্কা থানার সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব দেন আর এস পি নিয়ন্ত্রিত জঙ্গিপুর মহকুমা মৎস্যজীবী সমিতির নেতা প্রদীপ নন্দী, রাজেন হালদার, ভাগ্য হালদার, মথুর হালদার প্রমুখ। পুলিশের অভিযোগ, সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ বিক্ষোভকারী জেলেরা থানা আক্রমণ করে ইটপাটকেল ছোঁড়ে, থানার দরজার ক্ষতিসাধন করে এবং যাবার সময় থানা চত্বরে রক্ষিত আটক করা সাতটি নৌকো নিয়ে চলে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই তাণ্ডবলীলা চলে। নিক্ষিপ্ত পাথরের ঘায়ে থানার দু'জন সহকারী সাব-ইনস্পেকটর ও ছ'জন পুলিশ ঘায়েল হন। বিক্ষোভকারীদের প্রস্থানের পর জঙ্গিপুর থেকে কাঁদনে গ্যাস নিয়ে পুলিশ বাহিনী ফরাক্কা থানায় উপস্থিত হয়। আজ মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক, পুলিশ সুপার এবং জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক ফরাক্কা থানা পরিদর্শন করেন। জঙ্গিপুরের সি আই (পুলিশ) ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করছেন। ফরাক্কা পুলিশ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩৩২, ৩৭৯, ৪২৭ ধারা এবং ১১ এম পি ও-তে আক্রমণ, লুঠতরাজ ও ভাঙচুরের একটি মামলা রুজু করেছে। গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই। থানা আক্রমণের ঘটনা সম্পর্কে মৎস্যজীবী সমিতির নেতা প্রদীপ নন্দী জানান, ভাঙচুর এবং লুঠতরাজ কারা করেছেন তা তাঁরা জানেন না।

বিদ্যুৎ সঙ্কটে জনজীবন বিপর্যস্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : এখন সকাল আটটা। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ। কিছুদিন ধরে জঙ্গিপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে লোডশেডিং চলছে, গত কয়েকদিনে তা চরমে পৌঁচেছে। ১৫।১৬ ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ। হাসপাতাল, প্রেক্ষাগৃহ, ষ্টুডিও, ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প, গভীর নলকূপ এমন কি প্রেসের চাকাও অচল। সর্বত্র উৎপাদন ব্যাহত। এক কথায় বৈদ্যুতিক অমাবস্যা জঙ্গিপুরের নাগরিক জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

কয়েক মাস ধরে পশ্চিমবাংলার সর্বত্র লোডশেডিং নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। এ নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে বিরোধী দল-গুলো আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। জনসাধারণও এই অসহনীয় অবস্থায় তিতি বিরক্ত। মাধ্যমিক পরীক্ষা চূড়ান্তভাবে ব্যাহত হয়েছে। +২ ক্লাসের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সঙ্গীকে হত্যার অভিযোগে রেলরক্ষী গ্রেপ্তার

ধুলিয়ান, ৩ মে—ফরাক্কা থানার বল্লালপুর হল্টের কাছে গুলি করে নিজের সঙ্গীকে হত্যার অভিযোগে লালন সিং নামে একজন রেলরক্ষীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার রাইফেলটিও আটক করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রেলরক্ষী বাহিনীর নিমতিতা ক্যাম্পের একজন হাবিলদার এবং তিনজন কনস্টেবল শুক্রবার বিকেলে সাঁকোপাড়া ও বল্লালপুর হল্টের মাঝে ডিউটি দিচ্ছিল। তাদের মধ্যে লালন সিং ছিল নেশাগ্রস্ত। ওই অবস্থায় বল্লালপুর হল্টের কাছে লালন সিং-এর সঙ্গে সঙ্গী হরিহর সিং-এর বাক্‌বিতণ্ডা হয়। লালন সিং মত্ত অবস্থায় গুলি করে হরিহর সিংকে। ঘটনাস্থলেই হরিহর সিং-এর মৃত্যু ঘটে। অন্য দু'জন রেলরক্ষী গুলির শব্দ শুনে ছুটে আসে এবং লালনের হাত থেকে রাইফেলটি কেড়ে নিতে সক্ষম হয়। লালনের বিরুদ্ধে কয়েকটি ফৌজদারী মামলা ঝুলছে বলেও জানা যায়।

সাসপেনসন স্থগিত

সাগরদীঘি, ২ মে—সাগরদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার তারাপদ চট্টোপাধ্যায় এ বছর জানুয়ারী মাসের ২৭ তারিখে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারিনটেনডেনট সরজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে সাসপেনড হন। তারাপদবাবু সাসপেনসন আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২২৬ ধারা অনুযায়ী হাই কোরটে একটি আবেদন করেন। হাই কোরটের বিচারপতি এ, কে মুখারজি সেই আবেদনের ভিত্তিতে তারাপদবাবুর পক্ষে রুল জারী করে আবেদনের শুনানী শেষ না

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গরুগাড়ী নয় ঠেলাগাড়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা : যে সমস্ত প্রার্থীকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে গরুগাড়ীর প্রতীক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, রিটারনিং অফিসাররা জানিয়েছেন, তাঁদেরকে গরুগাড়ীর পরিবর্তে ঠেলাগাড়ীর প্রতীক ব্যবহার করতে হবে। অন্যান্য প্রতীক ঠিক থাকবে।

পণের বলি

সাগরদীঘি, ২ মে—দেরীতে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার মনিগ্রামের শেফালি রাজমল্ল নামে সপ্তদশী এক তরুণী করবী ফল খেয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে। গ্রামের একজন যুবককে সে ঘর বাঁধার আশায় ভালোবেসেছিল। কিন্তু যুবকটি নাকি বিনা পণে তাকে বিয়ে করতে রাজী না হওয়ায় বাড়ীর লোকজন শেফালিকে তিরস্কার করে। এই কারণেই নাকি সে করবীর ফল খায়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মনিগ্রাম উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তির পর তার মৃত্যু ঘটে।

রাখালের সাহসিকতা

জঙ্গিপুর, ৩ মে—মানসী এবং কেকা ডুবে যাচ্ছে দেখে রাখাল মুজিবর নিজের জীবন বিপন্ন করে ঝাঁপ দিল গঙ্গায়। বহু চেষ্টা করে কেকা সিংহকে টেনে তুললো ডাঙ্গায়। পারলো না শুধু মানসী বিশ্বাসকে তুলতে। সে তলিয়ে গেল গঙ্গার অতল তলে। মানসীর বাবা দুলাল বিশ্বাস রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেনজি পারক ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার, মা দেবীরাণী বিশ্বাস জঙ্গিপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। মানসী ওই স্কুলেই ক্লাস

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সংঘর্ষে খুন

অরঙ্গাবাদ, ২ মে—সুতী থানার অজগরপাড়ায় গরু-মোষ দিয়ে ফসল খাওয়ানোর একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল দুই দল লোকের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে ভগীরথ ঘোষ নামে একজন গোয়ালা পাথরের আঘাতে গুরুতর জখম হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তির পর আজ তার মৃত্যু ঘটে বলে জানা যায়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে বৈশাখ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

পঞ্চায়েত নির্বাচন

অবশেষে পঞ্চায়েত নির্বাচন হইতেছে। হইতেছে চৌদ্দ বৎসর পর। দিন ধার্য হইয়াছে ৪ জুন। অতএব আর মাত্র এক মাস বাকী। নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাথমিক পর্ব অর্থাৎ মনোনয়নপত্র দাখিল, মনোনয়নপত্র পরীক্ষা, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছে। এই নিবন্ধ রচনার সময় পর্যন্ত ব্লক-ওয়ারি রথী-মহারথীদের পূর্ণ তালিকা মহকুমা শাসকের অফিসে আসিয়া পৌছায় নাই। আশা করা হইতেছে শীঘ্রই তালিকা চলিয়া আসিবে। তখন পঞ্চায়েত নির্বাচনে জঙ্গিপুর মহকুমার পূর্ণ চিত্র আপনাদের সামনে তুলিয়া ধরিতে পারিব।

সাধারণ নির্বাচন হইতে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পূর্ণ পৃথক। তথাপি পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ভোট-গ্রহণের পরই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট গণনা ইত্যাদি ব্যাপারে অসুবিধা হইবে বলিয়া কোন কোন নির্বাচন আধিকারিক মতামত ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহাদের বক্তব্য, প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা এবং কর্মচারীর অভাবে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের পর ভোটগণনায় অসুবিধা হইবে। সাধারণ নির্বাচনে ভোটদাতাদের ভোট দিতে হয় একটি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে এক-জন ভোটদাতা ভোট দিবেন তিনটি। ফলে বাড়তি যে সময়ের প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন নির্ঘণ্টে তাহার সংস্থান রাখা হয় নাই। উপরন্তু সাধারণ নির্বাচনে ভোটগ্রহণের জন্য যে সময় নির্ধারিত হয়, পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাহা অপেক্ষা কম সময় নির্ধারিত হইয়াছে। তদুপরি রহিয়াছে ভোট-গ্রহণের পরই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট-গণনার ব্যাপার। নির্বাচন কর্তৃপক্ষের এই সমস্ত বিষয়গুলি ভাবিয়া দেখা উচিত। আর সকলের উচিত, যাঁহারা ভোটগ্রহণের কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন, নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে গিয়া তাঁহারা যেন চাঁদমারী না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

নির্বাচনের পালে সবেমাত্র হাওয়া লাগিয়াছে। প্রার্থীদের ভিতর সাজ সাজ রব পড়িয়াছে। রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতগুলিকে অধিক ক্ষমতাদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই সুবাদে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন গ্রামবাঙলায় আমূল পরিবর্তনের সহায়ক হইবে—গ্রামের উপেক্ষিত জনসাধারণ এই আশায় বুক বাঁধিতেছেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

প্রসঙ্গ : নারী নির্যাতন

গত ২৬শে এপ্রিল, ১৯৭৮ সাল, আপনার পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ প্রকাশ করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য জানালাম। সৎ এবং নিরপেক্ষতা যদি সাংবাদিকতার একটি অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়, তাহলে আশা করি আমার বক্তব্য আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশ পাবে। কটীবালা দাসী আমার ব্লকের সুইপার নয়, তাকে আঞ্চলিক পরিষদের ফাণ্ড থেকে কাজের দিন এক টাকা এবং কাজ না করলে কোন পারিশ্রমিক পাবে না এই চুক্তিতে রাখা হয়েছে। কটীবালা দাসী আমার বাসায় কাজ করত বটে তবে গত কিছুদিন আগে অন্য কাজের লোক পাওয়ার জন্য তাকে আর কাজে রাখা হয়নি; সুতরাং তার গররাজী হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আমার বাসায় গত ১৪।৪।৭৮ তারিখে রাত্রি প্রায় ২-৩০ নাগাদ যে ভয়াবহ চুরি হয়েছে তাতে থানায় যে ডায়েরী করা হয়েছে সেখানে কটীবালা দাসী অথবা তার ছেলের নাম কোথাও উল্লেখ নেই। পুলিশ কটীবালার সামনেই ছেলের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, আমার মনে হয়, তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ও সি-র আচরণ খুবই ভদ্র, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই: কটীবালা দাসীকে আমার স্ত্রীর থুথু চাটতে কিভাবে, কোথায় বাধ্য করা হোলো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। চুরির ঘটনার পর থেকে কটীবালা দাসী কোনদিনই আর আমার বাসায় আসেনি, তাকে আসতেও বলা হয়নি; সুতরাং বাধ্য করা হলো কিভাবে? কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ এ কাজ করতে পারে কি না আপনারাই বিচার করে দেখুন। কটীবালা দাসীর বিরুদ্ধে আরও ছোটখাটো চুরির অভিযোগ আছে। আমার বাসায় বেশ কিছুদিন আগে দরজা জানালার পর্দা চুরির সঙ্গে কটীবালার সম্পর্ক আছে। এই অভিযোগ পেয়েছিলাম কিন্তু আমি তাকে কিছু বলিনি। আমার বিরুদ্ধে কটীবালা দাসীর অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই অভিযোগ ধুলিয়ানবাসী কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। উপযুক্ত তদন্ত হলে এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাবে বলে মনে করি। —চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি ডি ও, সামসেরগঞ্জ ব্লক।

হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন

অরঙ্গাবাদ, ২২শে এপ্রিল—১৩ এপ্রিল হতে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত স্থানীয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পরিচালনায় খুব ধুমধামের সঙ্গে শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা ও হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বক্তা প্রতিদিন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। উল্লেখযোগ্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ বাসন্তী চৌধুরী ও স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকুমার আচার্য। সংঘের স্বামীজীরা তঁদের তথ্যপূর্ণ ভাষণ রাখেন। এ ছড়াও বৈদিক শান্তি যজ্ঞ, বেদপাঠ, ভাগবত পাঠ, চণ্ডীপাঠ হয় ও ঐ সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শিত হয়। প্রায় দশ হাজার ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

যাত্রা প্রতিযোগিতার ফলাফল

জঙ্গিপুর, ২২ এপ্রিল—রঘুনাথগঞ্জ দু' নম্বর ব্লকের সম্মতিনগর উদয়ন সংঘের পরিচালনায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সাত দিনব্যাপী যাত্রা প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী সাহাবাদ বিণাপাণি অপেরা ও লালগোলা নবতরুণ অপেরাকে অশ্বিনীকুমার রায় স্মৃতি শীল্ড ও সতীন্দ্রনাথ স্মৃতি শীল্ড প্রদান করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে জ্যোৎস্না খাঁ, মমতা দেবী ও দুলাল সামন্ত। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন রঘুনাথগঞ্জ দু' নম্বর উন্নয়ন সংস্থাধিকারিক নুরুল আবসার। পুরস্কার বিতরণের পর উদয়ন অপেরা 'পাঁচ পয়সার পৃথিবী' যাত্রা মঞ্চস্থ করেন।

লরিভর্তি মাল লুঠ

ধুলিয়ান, ২ মে—গতকাল বাসুদেবপুর রেলগেটের কাছে একদল দুষ্কৃতকারী একটি লরিতে হামলা চালিয়ে চালক, খালাসী এবং মালিককে মারধোর করে এক লরি মাল লুঠ করে বলে খবর।

পাক্ষিক পত্রিকা 'পল্লীহাট'

সাগরদীঘি, ৩০ এপ্রিল—এখানে হিমানী পত্রিকা অফিসে গতকাল অনুষ্ঠিত এক সভায় সাগরদীঘি থেকে হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থের সম্পাদনায় 'পল্লীহাট' নামে একটি সংবাদপত্র আগামী বৌদ্ধ পূর্ণিমার দিন থেকে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলার সংবাদ ছাড়াও সাহিত্য এই পত্রিকায় স্থান পাবে বলে জানানো হয়েছে। প্রকাশনার দায়ত্ব ন্যস্ত হয়েছে 'হিমানী' সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের ওপর। পত্রিকা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতিও গঠন করা হয়েছে।

পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০ এপ্রিল—আজ রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে শরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে, সুনীলকুমার মুখার্জি, অতুলকৃষ্ণ সরকার, আদিনাথ চ্যাটারজি ও অতীন রায় নির্বাচিত হয়েছেন। একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি আরতি সাহা এবং চিকিৎসক ডাঃ জগবন্ধু হালদার পূর্বেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

অপসংস্কৃতি বিরোধী সপ্তাহ

রঘুনাথগঞ্জ, ২৬ এপ্রিল—গণতান্ত্রিক যুব কোঅরেশনের রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটি ১৯—২৫ এপ্রিল পোষ্টারিং, প্রচার স্কোয়াড, পথসভা কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে কনভেনশন, প্রদর্শনী, নাটক অভিনয়, নৃত্যনাট্য, ও গণসঙ্গীত পরিবেশন প্রভৃতির মাধ্যমে অপসংস্কৃতি বিরোধী সপ্তাহ পালন করে।

শ্রমিক দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিভিন্ন দলীয় সংগঠনের উদ্যোগে জঙ্গিপুর মহকুমায় পয়লা মে শ্রমিক দিবসরূপে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

বাস চাপা পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ এপ্রিল রাত নটা নাগাদ লালগোলার কাছে নাটাতলার মোড়ে বাস চাপা পড়ে বাসির (,২৬) নামে এক যুবক মারা যান। বাস থেকে নামার সময় তিনি যে বাসে ছিলেন সেই বাসটিকে ওভার-টেক করতে গিয়ে অন্য একটি বাস তাঁকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনায় সেখানে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং একটি বাসের চালক ও খালাসী প্রহৃত হন।

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ/সত্যনারায়ণ ভকত

তুলসীবিহার যাত্রা

'বৈশাখের ত্রিংশাবধি চার দিন যথাবিধি,
হবে নৃত্য গীত সংকীর্তন।
বিহার উৎসব ক্ষেত্রে হেরিলাম পদ্মনেত্রে,
করিলাম গিপি নিমন্ত্রণ।'

উপরের ছত্র চারটি একটি নিমন্ত্রণ পত্রের শেষের অংশ। দ্বাদশ বঙ্গাব্দে বৃন্দাবনবিহারীর তুলসীবিহার যাত্রা উৎসবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে কবিতায় লেখা ওই নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হত বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং আশেপাশের দেববিগ্রহ সেবাইতদের কাছে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাড়ীর প্রাঙ্গণে মেলা বসত, ধুমধাম হত। তিনদিনের উৎসবে ভক্তের দল ঈশ্বরভাব আরোপিত করে তৃপ্ত হতেন। সারা ভারতবর্ষে এর পরিচিতি ছিল; এই মেলা ছিল নিম্বার্ক, শতনামী, গৌরীয় প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র। বৈষ্ণবদের সম্প্রদায়গত যে বাধা, তা ভুলে গিয়ে এখানে সকলে আসতেন অন্নের মহাপ্রসাদ লাভের আশায়। এখানকার অন্নকূটের প্রসাদ যে আসতো, সেই পেতো। সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটি পীঠস্থান ছিল তুলসীবিহার বাড়ী।

মেলায় আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা ছিল। রাখালদাস, প্রেমদাসের মত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া; মুকুন্দদাস ও মনোমোহন নাগের স্বদেশী যাত্রা এবং ত্রৈলোক্যতারিণীর যাত্রাদল আসতো। আর আসতো আউল, বাউল, সাঁই, কর্তাভজা। রাঢ় অঞ্চল থেকে হাজার হাজার গরু-মোষের গাড়ী আসতো, লোক সমাগম হত লক্ষাধিক। মূল উৎসব তিনদিনের, কিন্তু মেলা চলত এক মাস ধরে। আশে-পাশের এলাকা থেকে ১০২ পর্যন্ত দেববিগ্রহ নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন বৈশাখ সংক্রান্তির দিন। তার আগের দিন আসতেন বৃন্দাবনবিহারী শালগ্রাম শিলা। জঙ্গিপুর মন্দির থেকে তাঁকে গোপনে রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাড়ীতে নিয়ে আসা হত। নিমন্ত্রিত দেববিগ্রহরা আসার পর ভোগরাগ হত। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে ১০০-র ওপর কুঠিঘর ছিল। নিমন্ত্রিত বিগ্রহরা ওই কুঠিঘরগুলিতে অবস্থান করতেন দু'দিন। বৃন্দাবনবিহারী তিনদিন। তুলসীবিহার বাড়ীর কাছেই ভাগীরথী নদীতে বাঁধানো ঘাট ছিল, নাম ছিল বাঘখানা ঘাট। পূর্বদিকে সিংহদ্বার ছিল, ছিল ঘাটের ওপর নহবতখানা। উৎসবের দিন-গুলিতে নহবত বাজতো।

যাঁকে কেন্দ্র করে এই উৎসব, সেই বৃন্দাবনবিহারী শালগ্রাম শিলা বিরল। এক সন্ন্যাসী এই শিলা দান করেছিলেন জঙ্গিপুরের ধর্মপ্রাণ ত্যাগীপুরুষ দেওয়ান কীর্তি দত্তকে। দেওয়ান কীর্তি দত্তই রঘুনাথগঞ্জে এই উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা।

১১৭০ বঙ্গাব্দ। জঙ্গিপুর শহরের নাম তখন জাহাঙ্গীরপুর। কেউ কেউ বলেন শ্রীপুর। নীলকুঠি সাহেবদের দেওয়ান কীর্তি দত্ত নিজের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তাঁর গুরুদেব খোসাল অধিকারীকে 'অর্পণনামা' বলে দান করে রিক্ত অবস্থায় আশ্রয় নেন বটতলায়। তিনি গুরুদেবের কাছে বৃন্দাবনবাসী হওয়ার মনোবাসনা ব্যক্ত করলে গুরুদেব তাঁকে বাধা দিয়ে বলেন যে, তাঁর আশীর্বাদে শ্রীপুরের মাটিই হবে গুপ্ত বৃন্দাবন। কাজেই বৃন্দাবন যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। এই বলে তিনি 'অর্পণনামা' বলে প্রাপ্ত সম্পত্তি 'ইজলনামা' বলে ফেরত দেন কীর্তি দত্তকে।

ইলিয়ট সাহেব তখন নূরপুর কুঠির মালিক। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন ৭০ নম্বর তৌজির মালিক। বর্তমান জঙ্গিপুর মহকুমার অধিকাংশ তখন ছিল ৭০ নম্বর তৌজির অন্তর্গত। নাটোরের স্বনামধন্য সাধকপুরুষ মহা-রাজা রামকৃষ্ণ যখন নাটোরের অধীশ্বর, তখন এই তৌজি নিলাম হয়। কেনেন ইলিয়ট সাহেব। সাহেব কীর্তি দত্তের মহানুভবতায় অভিভূত হয়ে ৭০ নম্বর তৌজি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে দান করেন। সেবাইত হন দেওয়ান কীর্তি দত্ত। কীর্তি দত্তের আদি নিবাস ছিল রঘুনাথগঞ্জের বালিঘাটায়। সেই বাড়ীটি তিনি গুরুদেবকে দান করেন।

তারপর কীর্তি দত্ত একের পর এক প্রতিষ্ঠা করেন নবরত্ন শিবমন্দির, দোলযাত্রা বাটী, গোবর্ধনযাত্রা বাটী, তুলসীবিহার বাড়ীর দেবালয়, শিব-মন্দির, সুরম্য সৌধ, তুলসীবিহার ভাণ্ডার বাটী, ভোগমন্দির, নহবতখানা, মুসাফিরখানা প্রভৃতি। শ্রীপুর অথবা জাহাঙ্গীরপুর সত্যি সত্যিই একদিন গুপ্ত বৃন্দাবনে পরিণত হয়। শুরু হয় উৎসব-অনুষ্ঠান-এর নতুন এক অধ্যায়। পালিত হতে থাকে কৃষ্ণলীলা, রাস, ঝুলনযাত্রা, দোলযাত্রা, গিরিগোবর্ধন ধারণ, বনবিহার উৎসব। এদের মধ্যে গোবর্ধনযাত্রা ও বৃন্দাবনবিহারীর তুলসীবিহার যাত্রা বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

তুলসীবিহার বাড়ীর গোবর্ধনধারী চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সযত্নে রক্ষিত তৎকালীন একটি পাণ্ডুলিপিতে এই উৎসব দুটি সম্পর্কে এক জায়গায় মন্তব্য করা হয়েছে:

'ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শাস্ত্রোক্ত সমস্ত তেহার পর্বই অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু গোবর্ধনযাত্রা ও তুলসী-বিহার যাত্রা বিরল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।'

ওই পাণ্ডুলিপিতে তুলসীবিহার যাত্রা উৎসব সম্পর্কে লেখা রয়েছে:

'ইহা বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের তুলসী বনবিহার অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রতি সন বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে জঙ্গিপুরের শ্রীমন্দির হইতে গঙ্গাপার রঘুনাথগঞ্জ বাগিচাবাটী নামক তুলসী-বিহার বাটী বৃন্দাবনবিহারী শালগ্রাম বিনা আড়ম্বরে গোপনে আগমন করে। এবং অন্যান্য বিগ্রহ মহা ধুমধামে জোলুস সহকারে আগমন করে। তিনদিন অবস্থান করার পর তেসরা জ্যৈষ্ঠ তারিখে সকালবেলায় জঙ্গিপুর মন্দিরে প্রত্যাগমন করে। বাগিচাবাটীর মধ্যস্থলে চারিদ্বারবিশিষ্ট প্রধান মন্দির এবং উক্ত মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া দুই রশি পরিমাণ ব্যবধানের চতুর্দিকে পাঁচিলরূপে অসংখ্য ঘর সংস্থাপিত আছে। ইহার এক-দিকের ঘরগুলিতে প্রতি ঘরে এক একখানি করিয়া ৭৮ খানি নিমন্ত্রিত ও বহু অনিমন্ত্রিত বিগ্রহ অবস্থান করেন। প্রত্যেক বিগ্রহের সেবাপূজার ও বিদায়ীর স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহার বরাদ্দ আছে। কেন্দ্রস্থিত মন্দিরের এক-দ্বার সম্মুখে স্বয়ং বৃন্দাবনবিহারী, একদিকে রাধাগোবিন্দ, একদিকে শ্যামরায়, অপরদিকে রঘুনাথ জিউ বিগ্রহ অবস্থান করে। এখানে চারিদিন যাত্রা, কীর্তন ইত্যাদি নানা প্রকার নিত্যগীতাদি হইয়া থাকে। অন্নের ভোগ বিতরণ করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুসারে নগদ পয়সা, লুচি, সন্দেশ, সিধা প্রভৃতি দেওয়ার নিয়ম আছে। নিত্যসেবাতেও সাধু, সন্ন্যাসী, অতিথি, ফকির প্রভৃতি অভিরুচি অনুসারে ঘি-ময়দা-চাউল ইত্যাদি এবং নগদ বিদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে।'

পাণ্ডুলিপির উপরোক্ত বর্ণনা প্রমাণ করে বৃন্দাবনবিহারীর তুলসীবিহার যাত্রা উৎসবের জাঁকজমকপ্রিয়তা। বর্ণনায় বৃন্দাবনবিহারী ছাড়াও যে তিনটি বিগ্রহের কথা বলা হয়েছে তার একটি অর্থাৎ রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পেয়েছিলেন দেওয়ান কীর্তি দত্তের স্ত্রী বীরেশ্বরী দেবী। রঘুনাথ জিউ আছেন জঙ্গিপুর গোবর্ধনধারী বাটীতে, শ্যামরায় আছেন রঘুনাথগঞ্জের বালিঘাটায়। তখন ভাগীরথী ছিল উত্তর-পূর্ব বাহিনী, এখন উত্তর-দক্ষিণ বাহিনী।

জঙ্গিপুরের মহকুমা শহর রঘুনাথ-গঞ্জের কেন্দ্রস্থলে তুলসীবিহার বাড়ী প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসর বৈশাখ সংক্রান্তির দিন বৃন্দাবনবিহারীর যাত্রা উৎসব এখনও উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। মেলা বসে, চলে পক্ষকাল ধরে। কিন্তু আগের সেই জাঁকজমক আর চোখে পড়ে না। আউল, বাউল, কীর্তনীয়া যাত্রা—কোন দলই আসে না। তার বদলে আসে পুতুলনাচ, নকল রেল-গাড়ী, নাগরদোলা, কাচের চুড়ি ও খেলনা, চীনামাটির বাসন, নকল সোনার অলঙ্কারের দোকান ইত্যাদি। বৃন্দাবনবিহারীকে আগের মতই গোপনে সংক্রান্তির আগের দিন নিয়ে আসা হয়। তবে ১০২টি দেববিগ্রহ আর আসে না, আসে মাত্র কয়েকটি। নিমন্ত্রিত দেববিগ্রহের অবস্থানের জন্য যে কুঠিঘরগুলি ছিল, সেগুলি এখন ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। মূল মন্দিরের অবস্থাও জরাজীর্ণ। সিংহদ্বার নাই, নহবতখানা নাই। নহবতও আর বাজে না। সংস্কারের অভাবে সবকিছুই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। জমিদাররা সব জায়গা বন্দোবস্ত দিয়ে গিয়েছেন। এখন আছে শুধু জরাগ্রস্ত মূল মন্দির ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে। আর আছে জগন্নাথ দেবের মন্দির। এখন তাঁর নিত্যসেবা হয়।

দেশী ধানের অধিক ফলনশীল আউস ধান লাগান

দেশী আউস ধান অপেক্ষা অধিক ফলনশীল জাতের ধান বেশী ফলন দেয়। স্থানীয় আবহাওয়া, মাটির অবস্থান ও সেচ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে ঠিকমত জাত নির্বাচন করে উন্নত প্রথায় চাষ করতে পারলে দেশী ধান অপেক্ষা অনেক বেশী ফলন পাওয়া যাবে।

জমি নির্বাচন :—

উঁচু ও মাঝারী অবস্থানের যে কোন দোআঁশ জমি উচ্চ ফলনশীল আউস ধান চাষের উপযোগী।

জাত নির্বাচন :—

১০০ থেকে ১২০ দিনে পাকে—	বোনা ও রোয়ার উপযোগী	সি. এল. এম-২৫ পলমন ৫৭৯ সি. আর. ১২৬-৪২ ১ আই. হি. টি ২২৩৩ আই. আর ২৮. আই. আর ৩০
১১০-১২৫ দিনে পাকে—	বোনা ও রোয়ার উপযোগী	সি. এল. এম-২৫ পুসা ৩৩-৩০, রত্না আই. টি ২৮, আই. টি ২২৫৪, আই, আর ২৬, ৩০

বীজের হার :—

বোনা আউসের জন্য বীজ লাগবে একর প্রতি ৩৬-৪০ কেজি। বীজ বোনা যন্ত্রে (সীডড্রিল মেসিনে) বুনলে বীজ কিছুটা কম লাগবে। রোয়া আউসের জন্য বীজ লাগবে একরে ১৫-২০ কেজি।

বীজ অবশ্যই শোধন করে নিতে হবে। প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম এগ্রোসিন জি. এন বা সেরেসান গুঁড়ো মিশিয়ে বীজ শোধন করা যাবে।

সারের পরিমাণ :—

	নাঃ	ফঃ	পঃ
মূল সার	৫-৬	১০	১০
চাপান সার (দুবারে)	১৫	—	—

শস্য পর্য্যায় :—

সারা বৈশাখ মাস ধরে আউস ধান বোনা বা রোয়া যাবে। আউস ধান কেটে মাঝারি জমিতে পুনরায় অধিক ফলনশীল আমন ধান লাগানো যাবে এবং জমিতে রস থাকলে ছোলা, মুসুরী বা খেসারী লাগানো যাবে। উচুঁ জমিতে আউস কাটার পর কলাই বা টোরি সরষের চাষ করা যাবে।

আপনার আউসের জমিতে দেশী জাতের বদলে অধিক ফলনশীল ধান লাগিয়ে সেচ বা অসেচ এলাকায় ২ বা ৩টী ফসলের চাষ করুন।

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত

(মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত)

ইতিহাস, ঐতিহাসিক ও দাদাঠাকুর

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভুলে যাওয়া সেকালের ঘটনা,—আজ ইতিহাস। ভুলে যাওয়া ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা অপরাধ নয়। কোন এক ঐতিহাসিক পণ্ডিতজনের উত্তেজনার কথা নিয়ে লেখা, ওই হিসেবে মোটেই দোষের নয়। কেন না, ইতিহাস সত্যি নির্মম।

প্রথমে বলবো, দাদাঠাকুর অর্থাৎ শরৎচন্দ্র পণ্ডিত জানতেন কথার ভেল্‌কি। দাদাঠাকুরের তাজা ঝকঝকে কবিতা আজও পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। এই কারণে বাংলা সাহিত্যে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দাদাঠাকুর যে সময় বিদূষক হাতে নিয়ে কলকাতার রাজপথে নামলেন, সে সময়কে বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণযুগ বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম এবং আরও অনেকের দীপ্তিতে বাংলাসাহিত্য উদ্ভাসিত। ঠিক সেই সময় প্রচণ্ড শক্তিশালী সাংবাদিক ও নির্ভীক কবি দাদাঠাকুর আশ্চর্য প্রতিভার গুণে সেদিন সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। বিদূষকের আকার ছিল অতি সাধারণ। কাগজের কোন চাকচিক্য ছিল না। কিন্তু তবু অসংখ্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর লেখার গুণে সাধারণ পাঠকের ও সেকালের বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পেরেছিলেন।

সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে দাদাঠাকুর বহু কবিতা লিখে 'বিদূষকে' ছাপিয়ে ছিলেন। একটি কবিতা এখানে উল্লেখ করবো। প্রথমে উল্লেখ করা দরকার যাঁকে নিয়ে লিখেছিলেন তাঁর কথা। দাদাঠাকুর লিখেছিলেন, খ্যাতনামা ঐতিহাসিক কালীপ্রসাদ জয়শোয়ালকে নিয়ে।

অধ্যাপক কালীপ্রসাদ জয়শোয়াল ১৮৮২ সালে মির্জাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে যান। কেমব্রিজে পড়াশোনা করে এম-এ উপাধি লাভ করেন। তারপর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যারিষ্টার হয়ে ভারতে আসেন এবং পাটনা হাই কোর্টে যোগদান করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য বিভিন্নমুখী ছিল। তিনি একাধারে আইন ব্যবসায়ী, ঐতিহাসিক, আয়কর আইন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, ভারতীয় দর্শন এবং হিন্দুদের ইতিহাস সম্বন্ধে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গবেষণা করে এমন নতুন তথ্য প্রকাশ করেন, যাতে পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকগণ অনেক সাহায্য লাভ করেছিলেন। তিনি অক্সফোর্ডের ডেভিসচাইনিজ স্কলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এমিরিটাস অধ্যাপক এবং ঠাকুর আইন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর লেখা 'মনু ও যাজ্ঞবল্ক' এবং হিন্দু রাজনীতি বিষয়ে ইংরাজিতে লেখা বইগুলি পাঠ করে আজও বিদগ্ধজনেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কথা স্মরণ করেন। তিনি বহু গবেষণার কাজ করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের ও প্রাচীন হিন্দুদের উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ১৯০৬ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে ডি লিট উপাধি দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল। ১৯৩০ সালে পাটনায় নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং ১৯৩৩ সালে বরোদায় উক্ত সম্মেলনের মূল সভাপতি হয়েছিলেন। ৪ঠা আগষ্ট ১৯৩৭ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

এই খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের জীবনের একটি ঘটনা দাদাঠাকুর কবিতায় লিখেছিলেন। সেই কবিতাটি হলো এই :

'জয়শোয়াল মরদ ভারী, ব্যারিষ্টারী
করেন কিনা বাঁকিপুরে,
সে দন সবজীবাগে, মনের রাগে,
ভদ্রতাকে ফেলে দূরে,
চাকর মুনিবে মিলে, প্রহার দিলে,
নন্দপতি মুখার্জিকে।
প্রফেসর নন্দপতি, ভদ্র অতি
হাঁটলে আদালতের দিকে।
অ দালত নালিশ নিলে, তলব দিলে
শমন দিয়ে ব্যারিষ্টারে।
জয়শোয়াল হলেন নরম, ঘুচলো গরম,
চাইল ক্ষমা প্রফেসারে।
ব্যারিষ্টার! ভুল করো না,
আর মেরো না,
আর কাহাকেও রাগের বশে।
বীর রসে করে সুরু, 'ল' এর গুরু
শেষ করিলে করুণ রসে।'

পরিশেষে শুধু বলবো, বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতজনেরাও উত্তেজনায় সাধারণ মানুষের মতো হাতাহাতি করেছেন। কিন্তু তাঁদের সেইসব ছোটখাট ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা মনে হয় অন্যায় নয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইতিহাস সত্যি নির্মম!

চারণ কবি দাদাঠাকুর

ঠাকুরদাস শর্ম্মা

দাদাঠাকুরকে চারণ কবি বলা যায় কি, কিংবা তাঁর নিজের কথা মতন তিনি একজন ভাঁড় বা বিদূষক? ভাঁড় বা বিদূষকের কাজ কি? তাঁরা রাজা বা জমিদারদের সভায় থাকতেন ও তাঁদের অহেতুক প্রশংসা করে মনোরঞ্জন করতেন। কিন্তু দাদাঠাকুরের চরিত্রে কাউকে মনোরঞ্জনের জন্য প্রশংসা করা বা খোশামোদ করার কোন প্রবণতা কখনও দেখা যায়নি। তিনি নিজেই বলতেন—'আমার কাছে খোশ (আনন্দ) পাবে, আমোদও পাবে, কিন্তু একত্রে খোশামোদ নৈব নৈব চ।'

তাহলে তাঁকে ভাঁড় বা বিদূষক বলা শুধু অযৌক্তিকই নয়, অমর্য্যাদাকরও। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের চারণ। অতীতে চারণরা তাঁদের রচনা ও সঙ্গীত দিয়ে গণজাগরণ ঘটিয়ে তুলতেন। বিপদের দিনে জাতীর প্রাচীন গৌরব কাহিনী শুনিয়ে তাদের মনে সাহসের প্রেরণা দিতেন এবং দেশের ও জাতির জন্যে সর্ব্বস্ব দানে উদ্বুদ্ধ করতেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগে চারণ কবি মুকুন্দ দাস যাত্রার পালাগান ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মাধ্যমে দেশের মানুষের চরম জড়তা দূর করে দেশাত্মবোধে জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে—

"ভেঙ্গে ফেল রেশমী চুড়ি।
বঙ্গনারী আর পরো না॥"

এই সঙ্গীত সেদিন দেশে বৃটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবোধকে এমনভাবে জাগ্রত করেছিল যে বৃটিশ সরকার বহুবার মুকুন্দ দাসকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুকুন্দ দাসের মতই দাদাঠাকুর তীক্ষ্ণ লেখনীর আঘাতে তাঁর যুগের সমস্ত অন্যায় ও অবিচারকে ভূপাতিত করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর শ্লেষাত্মক তীক্ষ্ণ বাক্যভরা রচনাগুলি সাধারণের মনে শেলের মতো বিদ্ধ হতো। তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন জাতিভেদ প্রথাকে তাঁর 'সাজি হাতে ঠাকুরমশাই, মাংস মাথে হীরু কশাই' কবিতায়। করেছেন তীক্ষ্ণ আক্রমণ পণপ্রথার বিরুদ্ধে, 'শাশুড়ী ও বধূর উক্তি' কবিতার মাধ্যমে। আবার লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার বদলে বাবু হয়ে উঠার প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন বহু গান, বহু কবিতা। 'বিদ্যা ফিরে নে জননী তোর', 'বাবুর রূপ' প্রভৃতি রচনা এর সাক্ষী দেয়। সমাজে তৎকালীন দিনে মদ্যপান প্রবণতাকে আঘাত হানতেই প্রকাশিত হয় তাঁর 'বোতল পুরাণ'। তিনি আরো তীব্রভাবে সমাজকে আক্রমণ করার জন্যই 'পয়জার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন। তার প্রথম কথাই লিখেছিলেন—

'পয়জার,—
লোকে করে ভয় যার।
কিন্তু মোর ব্যবহার মিঠে।
সাধুর চরণে থাকি
দুর্জ্জনের পিঠে॥'

অবশ্য নানা কারণে 'পয়জার' প্রকাশ করা সম্ভব হ'য়ে উঠেনি। তখনকার দিনে ভোট যুদ্ধকে কেন্দ্র করেও তাঁর বহু তীক্ষ্ণ অথচ ব্যঙ্গাত্মক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে—ভোটরঙ্গ, ভোটামৃত প্রভৃতি। কনেষ্টবলদের ও আমলাতন্ত্রের ঘুষ নেওয়া সম্বন্ধেও তাঁর অনেক ব্যঙ্গ রচনা দেখা যায়। দেখা যায় চৌকিদারদের উপর অবিচারের প্রতিবাদে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক সঙ্গীত। আর সে যুগের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কেন্দ্র করেও তাঁর বহু রচনা সে যুগে গণজাগরণে প্রভূত সাহায্য করেছে। তাঁর 'উড় যা বাঙ্গালী উড় যা' কবিতা এতদূর জনপ্রিয় হয়েছিল যে বৃটিশ সরকারের কাছ হতে তাঁকে সাবধান হবার ও ভবিষ্যতে এরূপ রচনা না লেখার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যেখানেই তিনি দেখেছেন কোন অন্যায় ও অবিচার, সেখানেই নির্বিচারে প্রয়োগ করেছেন তাঁর এই লেখনীর মুষ্টিযোগ। নিজের বিপদের কথা কোনদিনই চিন্তা করেননি। প্রাচীন চারণ ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন মনে প্রাণে। তিনি লেখাকে ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন, অর্থকরী-পন্থা হিসাবে নয়। তাই তাঁর সত্যকারের পরিচয় তিনি একজন 'চারণ কবি'। তাঁকে ভাঁড় বা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চারণ কবি দাদাঠাকুর

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিদূষক বলা মানে তাঁর চরিত্রের অবমাননা করা। তাঁর প্রতিভার অধিক মূল্যায়ন আজো হয়নি। এটা আমাদের দেশের বিশেষ ক'রে বাঙ্গালীর পক্ষে অগৌরবজনক। তাঁর শুভ জন্মদিনে তাই এই অনুরোধ রাখছি সুধীজনদের কাছে, তাঁরা দাদাঠাকুর চরিত্রের মূল্যায়নে সচেষ্ট হোন ও দেশের একজন সুযোগ্য সন্তানকে যথোচিত মর্য্যাদাদানের ব্যবস্থা ক'রে নিজেদের ত্রুটিমুক্ত করুন

জনজীবন বিপর্যস্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফাইনাল পরীক্ষা আসন্ন। পার্ট ওয়ান পরীক্ষারও দেরী নেই। কিন্তু বিদ্যুৎ সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধান করতে শাসককুল ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে। এমন কি বিগত সরকারের কাঁধে দোষ চাপিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের ইনজিনীয়রদের সাংবাদিকদের কাছে কোন রকম মুখ খুলতে নিষেধ করা হয়েছে। ফলে বিদ্যুতের ঘোর দুর্দিনের সঠিক ঘটনা জনসাধারণ জানতে পারছেন না।

সাসপেনসন স্থগিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হওয়া পর্যন্ত উর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপক্ষকে সাসপেনসন আদেশ কার্যকর না করার নির্দেশ দিয়েছেন। তারাপদবাবুর কৌঁসুলি সুব্রত নায়েক এ খবর জানিয়েছেন।

রাখালের সাহসিকতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এইটে পড়ত। কেকা ওর বান্ধবী। ২৩ এপ্রিল দুই বান্ধবীতে গিয়েছিল গঙ্গাস্নান করতে। রাখালের সাহসিকতায় কেকা বাঁচলো। আর মানসী? সে হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

Phone :- Farakka 24

ডাঃ এস, এ, তালেব

ডি এম এস

পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।

হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি

সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)

সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর

ফোন : ধুলিয়ান—২১

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)

ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

বিকো

ইলেকট্রিক মোটর ও

মোটর পাম্পসেট

ডিলার : **উষা হার্ডওয়ার ষ্টোর**

বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর

মুর্শিদাবাদ

পাচক/পাচিকা আবশ্যক

রান্নার কাজের জন্য একজন বিশ্বস্ত পাচক/পাচিকা আবশ্যক। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: জঙ্গিপুর সংবাদ কার্যালয়, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)।

বিজ্ঞপ্তি

(কর্মখালি)

সর্বমোট মাসিক টাকা ১৭৫·০০ মাত্র (একশত পঁচাত্তর টাকা) বেতনে একজন ম্যানেজার আবশ্যক। পদটি সম্পূর্ণ অস্থায়ী তবে চলিবার সম্ভাবনা আছে। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্কুল ফাইন্যাল বা সমতুল। বয়স সর্বাধিক ৪০ বৎসর। সরকারী অথবা বেসরকারী কোনও প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনভাবে একা কাজ চালাইবার অভিজ্ঞতা এবং ইংরেজী ও বাংলায় সরকারী এবং বেসরকারী পর্য্যায়ে চিঠিপত্র লিখিবার দক্ষতা থাকা বাঞ্ছনীয়। স্বহস্তে লিখিত পুরো নাম-ঠিকানা, পিতার নাম এবং প্রশংসাপত্রাদির নকলসমেত ৩০-৫-৭৮ তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

Parikshit Sarkar
Secretary,
Murshidabad Lac Industry Co-op. Society Ltd.
POST. DHULIYAN (GORUHAT
Dist. Murshidabad (W. Bengal)
(Regd. No 16, dt 11. 2. 1972)

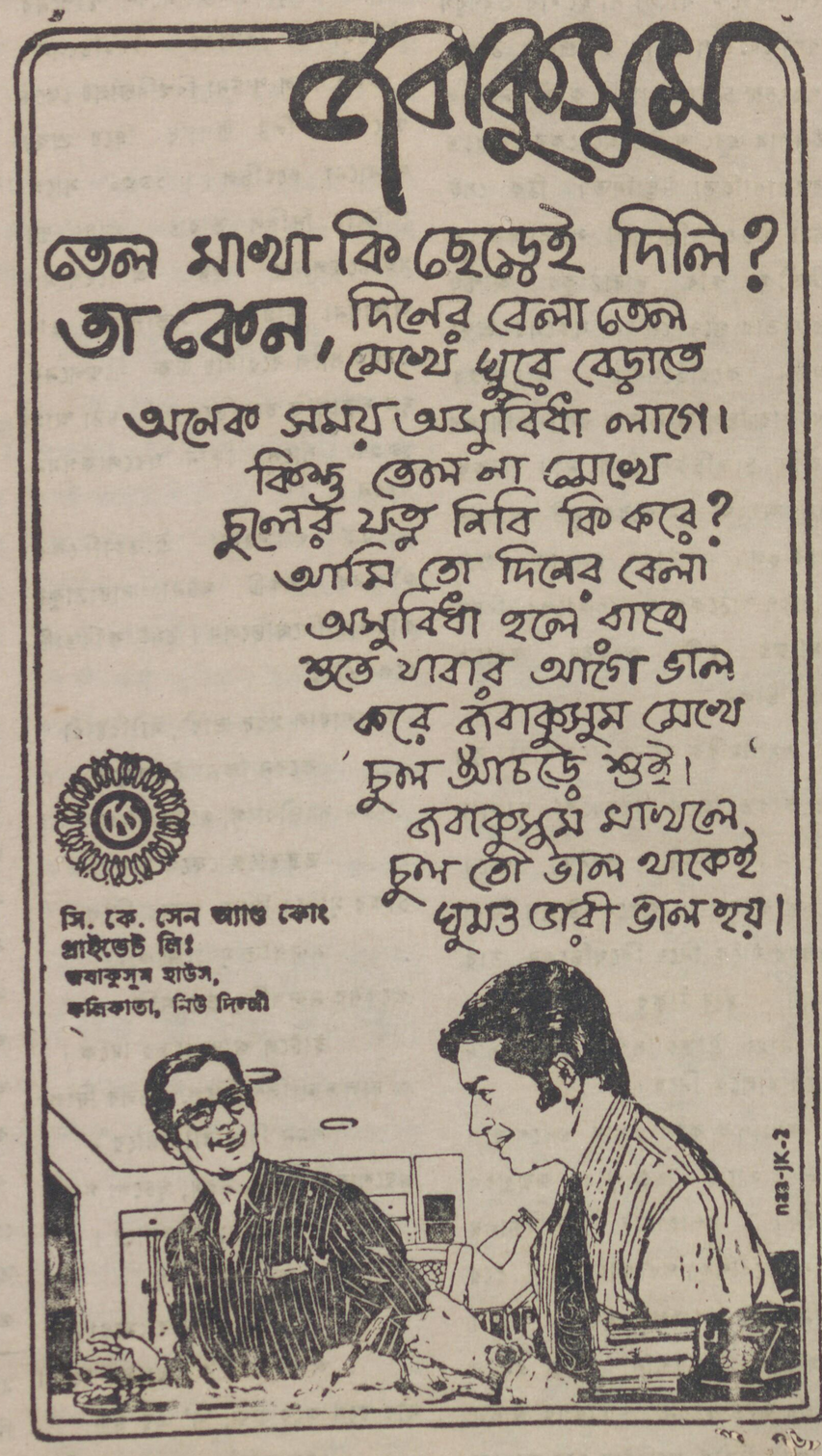

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।